নৌবিহার না ফেরী পারাপার

কর্ণফুলীর রম্যরচনা

সিডনী থেকে 'পদক' রোগ বিদায়ের সাথে সাথে বাংলাদেশীদের ঘাড়ে ইদানীং 'নৌ-বিহার' নামক আরেকটি রোগ জেঁকে বসেছে। আধুনিক মানবসভ্যতায় এ পর্যন্ত ৫০০০ রোগ আবিষ্কার হয়েছে এবং জয় হয়েছে মাত্র ২০০ রোগ। কলেরা, কুষ্ঠ, ম্যালেরিয়া ও যক্ষার মত রাজব্যাধি জয় করার পরও আশির দশকের গোড়াতে এইডস ও এইচ.আই.ভি'র মত মহারোগ ধরা পড়ে। অর্থাৎ মানবজাতির নিস্তার নাই, এক রোগ গেলে আরেক রোগে ধরবেই। ঈর্ষা ও বিদ্বেষে জর্জরিত বাংলাদেশী আদমসন্তানদের অবস্থাও হয়েছে তেমন। একজনের মুরগী ১০টা ডিম কেন পাড়লো তা দেখে প্রতিবেশী আদাবর সাহেব সাথে সাথে তার বাড়ীর পেছনের উঠোনে একটি পলট্রি ফার্ম খুলে ফেললো। আর আদাবরের দেখাদেখি তার এলাকায় সাংসারিক যত যাযাবর ছিল তারাও সকলে একে একে পলট্রি ফার্ম খোলা শুরু করে দিল যত্রতত্র। ঘরের হেঁসেল থেকে শুরু করে ভবনের ছাদ সর্বস্থানে মুরগীর 'কু-ক্কু-রু-ত - -কু' আওয়াজে মুখরিত 'পবিত্র-ভোরে' এখন আর মুয়াজ্জিনের আযান শুনতে পায়না কেউ। পাশের বাড়ীর জরিনা বিবির স্বামী কাপড়ের ব্যবসা করে দু'পয়সা কামিয়েছে তা দেখে এ্যানি ভাবী তার স্বামীকে কনুই দিয়ে গুঁতিয়ে কাপড়ের ফ্যাক্টরি (গার্মেন্টস) খুলে ফেললো। এ্যানি'র বেরামে আক্রান্ত হয়ে বাংলাদেশের হাড্ডি সর্বস্ব পেটি মাস্তানটিও যেখানে সেখানে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি খুলে বসলো। নসিমন বিবির স্বামী আনিস সিডনীতে টেক্সি চালিয়ে ও পাশাপাশি 'বেকার ভাতা' খেয়ে এত পয়সা কামিয়েছে, বাড়ী কিনেছে, গাড়ি হাঁকাচ্ছে দেখে তাদের পারিবারিক বন্ধু আজিজ সাহেবও কমনওয়েলথ ব্যাংকে কেশিয়ারের এত সুন্দর চাকুরীটা ছেড়ে দিয়ে মরিচীকার সন্ধানে টেক্সি নিয়ে তড়িঘড়ি রাস্তায় নেমে পড়লো। শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বংশগত(!) পরিচিতি থাকা সত্তেও তার দেখাদেখি আরো শত শত প্রবাসী বাংলাদেশী 'নগদ ও কাঁচা টাকা' ধরতে তাদের অবলা স্ত্রীদের শুন্য ঘরে ফেলে টেক্সি নিয়ে মধ্যরাতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়তে লাগলো। শেয়ালের কাছে মুরগী পাহারা দেয়ার মত সদ্যবিবাহিত স্ত্রীকে তার যৌবনের দাবী উপেক্ষা করে ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা কক্ষসাথী'র 'হেফাজতে' রেখে যখের ধনের সন্ধানে নিশিরাতে হারিকেন হাতে দুভার্গা টেক্সি-সোয়ামী মুসাফীর হয়ে পথে নামে। সংসার, জীবন, যৌবন চুলোয় যাক, দুটো পয়সাতো ঘরে আসবে, 'হলিডে'র নামে দুবছরে একবার দেশে শ্বশুর বাড়ীতে বেড়ানো যাবে, ব্যাংকের টাকায় বাড়ী কিনে তার পাহারাদারতো হওয়া যাবে। এহেন অসুস্থ প্রতিযোগিতায় কাতর আমাদের বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত সিডনীবাসীরা আজ।

যতটুকু জানা যায় সিডনীর সদ্য বিলুপ্ত একটি বাংলা রেডিও বছর তিনেক আগে সিডনীতে প্রথম কমিউনিটি ভিত্তিক একটি 'নৌবিহার' এর আয়োজন করেছিল এবং সফলভাবে তা উদযাপনও করেছিল। তারপর আরো ছোটখাটো কয়েকটি 'নৌবিহার' সিডনী হারবার ও আশেপাশের নদী-খাল গুলোতে হয়েছিল। কিন্তু চলতি বছরের গোড়া থেকে কমিউনিটির মধ্যে 'নৌবিহার' নামক মড়কটি লেগেছে জোরেসোরে। বিতর্কিত ও বিভক্ত সিডনীস্থ বাংলাদেশ এসোসিয়েশন হপ্তা কয়েক আগে সিডনীর হারবারের নীলাভ জলে কয়েকটি পরিবারের সমন্বয়ে একটি ট্রলার নিয়ে ঘন্টা কয়েকের 'নৌবিহার' করেছিল। যে পরিমাণ ধারণ ক্ষমতা ঠিক বরাবর সে পরিমান বঙ্গসন্তান বুকে ধারণ করে টালমাটাল ট্রলারটি ঘন্টা কয়েক সিডনী ঘিরে থাকা জলাশয়ে চক্কর দিয়ে তাদের 'বিহার' সমাপ্ত করেছিল। ভালোমন্দ মিলিয়ে এসোসিয়েশনের নৌবিহারটি উপভোগ করেছেন অনেকে। মাস ঘুরতে না ঘুরতেই সিডনী মহানগরের পশ্চিমাঞ্চলের মিন্টো-ম্যাকুয়ারিফীল্ড এর দুটি বাংলাদেশী পরিবার তাদের যৌথ ব্যবস্থাপনায় একটি 'নৌবিহার' করার খায়েস ঘোষনা করেন। পাঁচশত যাত্রী ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন একটি ফেরী-জাহাজ ভাড়া করে জনপ্রতি ২৫ ডলার চাঁদা নিয়ে লোক সংগ্রহে নদীর ঘাঁটে সিঙা ফুঁকানো শুরু করে দেয় তারা। তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে ঘাঁট ছাড়তে লগী ঠেলা অবধি প্রায় ৪৫০ অভাগা বাংলাদেশী তথাকথিত সেই 'নৌবিহার' উপভোগ করতে সামিল হন। সিডনীতে আত্মীয় ও বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে

আসা কয়েকজন অতিথি ঘটনাচক্রে উক্ত বিহারে যোগদেন এবং নুতন অভিজ্ঞতা আহরণে চঞ্চল হয়ে উঠেন। যথা সময়ে ৪৫০ জন বঙ্গসন্তান বুকে ধারণ করে নুহ নবীর নৌকার মত ফেরীটি সিডনী হারবার ও আশে পাশের নদী-খালে প্রায় ছ'ঘন্টার জন্যে ভেসেছিল। সিঙারা, ডোনাট ইত্যাদি দিয়ে দুপুরের 'ব্রেকফাষ্ট' ও গতানুগতিক বিরানী দিয়ে সন্ধ্যায় গোধুলী লগ্নে 'লাঞ্চ' পরিবেশন করে আয়োজকবৃন্দ আপ্রান চেষ্টা করে তাদের আমন্ত্রীত অতিথিদের তুষ্ট করতে। শিশুদের জন্যে সঙ্গীত, বড়দের জন্যে আবৃত্তি, কৌতুক ও সবার জন্যে র‍্যাফেল ড্র আয়োজন করে নৌবিহারের পুরো সময়টিতে নিজেদের কীর্তি দেখানোর জন্যে সকল অতিথিদেরকে জাহাজের খোলের ভিতর টেনে রাখতে তারা সর্বদা ব্যাস্ত থাকেন। যার ফলে প্রকৃতির নৈসর্গিক দৃশ্য, মৃদু হিল্লোলে হিন্দোলীত নীলাভ জলের রূপ স্বস্তিমত দেখা হয়নি কারো। উক্ত নৌবিহারে যোগদানকারী কয়েকজন 'অভাগা' বলেছেন, 'খালপাড়ের বাসিন্দা ও আজোগাঁয়ে বেড়ে উঠা ঐ আয়োজকদ্বয় আসলে নৌবিহার কি সেটাই জানেনা, নাহলে খরচ কমানোর ধান্দায় ফেরীর মত গাদাগাদি করে এত লোক তারা জাহাজে ভরতো না। কর্মব্যস্ত জীবন থেকে বিশ্রাম পেতে মানুষ একটু নির্ঝঞ্জাটে খোলা আকাশের নীচে জাহাজের ডেকে দু'কদম ঘুরপাক খেয়ে জলধোয়া স্নিগ্ধ বাতাসে বুকভরা শ্বাস নেবে, ছবি তুলবে এবং পরস্পরে পরিচিত হয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করবে সেটাই ছিল সকলের প্রত্যাশা। কিন্তু তা নাহয়ে যাত্রীর ঠাঁসাঠাঁসির মধ্যে সেদিনের নৌবিহারটা হয়েছিল আরিচার ফেরী পারাপারের মত।' অভিযোগকারীর বক্তব্য থেকেই সহজেই বুঝা যায় নৌবিহারটি কতটুকু উপভোগ্য ছিল।

সুদুর ব্রীজবেন থেকে বেড়াতে আসা আরেকজন সুন্দরী মহিলা আক্ষেপ করে বলেছেন এ যেন নৌবিহার নয় বরং 'গীবত-বিহার' ছিল। ফেরী-জাহাজটি চলাকালীন এত ভীড়ের মাঝেও গায়ে পড়ে আয়োজকদ্বয় নবাগত মহিলাটিকে উপর্যপুরী তার ব্যক্তিগত বিষয় জানতে ধারাবাহিকভাবে উত্যক্ত করেছিলেন। ব্যর্থ হয়ে শেষে আয়োজকদ্বয় তাদের স্ত্রীদ্বয়কে মহিলাটির পেছনে লেলিয়ে দেন। সহানুভুতির সুরে তাদের স্ত্রীদ্বয় উক্ত মহিলা অতিথিকে পালা করে প্রশ্ন করেন, 'কোথায় থাকেন? অষ্ট্রেলিয়াতে কিভাবে এসেছেন? কি ভিসায় থাকছেন? কোথায় চাকুরী করেন?' ব্যক্তিগত বিষয় জানতে আয়োজকদের স্ত্রীরা মহিলা অতিথির আঁচল দুহাতে জাপটে ধরে রাখে। লাঞ্চিত অতিথির ভাষায়, 'ছয়ঘন্টার নৌবিহার আমার জাহান্নাম করে দেয় ওরা'। এখানে উল্লেখযোগ্য যে আয়োজকবৃন্দের একজন ১৯৯৬ সনের ২১শে ডিসেম্বর (শনিবার রাত) সিডনীতে তার দীর্ঘদিনের সহদোর সম একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে এসে বন্ধুর অবর্তমানে শব্দহীন পায়ে মধ্যরাতে শ্লীলিতাহানীর জন্যে বন্ধুর স্ত্রীর কক্ষে ঢুকে গিয়েছিলেন। যিনি শ্রদ্ধা করে ঘরে জায়গা দিলেন তারই স্ত্রীর 'ইজ্জতহানী'র চেষ্টা! ঘটনাটি সিডনীবাসী বাংলাদেশীদের মধ্যে তখন ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল। যাদের ঘরে নুন্যতম সুশ্রী অথবা সুন্দরী স্ত্রী, কন্যা আছে তখন থেকে তাদের ঘরে উক্ত আয়োজকের প্রবেশ এক্কেবারে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। যাদের বাড়ীতে আজো তার পদচারনা আছে চোখমুদে বুঝে নিতে হবে ঐ বাড়ীর সকল নারী সদস্য হয় কৃষ্ণবর্নের ভুত অথবা ধাঙড় সম্প্রদায় সম অচ্ছুৎ। সমাজসেবক নামে পরিচয় দানকারী 'মিন্টো'র সেই চরিত্রহীন ও বিশ্বাসঘাতক আয়োজকের নির্দেশনায় সেদিন ব্রীজবেন থেকে আগত উক্ত নিরীহ মহিলা তথাকথিত ঐ নৌবিহারে উপর্যুপরী লাঞ্চনা ও 'দৃষ্টি-ধর্ষন' এর শিকার হয়েছিলেন।

হারবারের বুকে জাহাজটি চলাকালীন একই প্রক্রিয়ায় উক্ত আয়োজকের দোসর একজন হিসাবরক্ষকের

মত হিসাব কষে একজন পুরুষ অতিথির ছিদ্রান্বষনের অপচেষ্টা করে নিদারুনভাবে ব্যর্থ ও অপমানিত হয়েছিলেন বলে শোনা যায়। নরম সুরে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আয়োজক মহোদয় আমন্ত্রিত অতিথির সাথে কুশালাদি বিনিময় করতে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে যান। একপর্যায়ে কৌতুহলি হয়ে অতিথিকে জিজ্ঞেস করে বসলেন, 'আপনি কিভাবে অষ্ট্রেলিয়াতে এসেছেন?' বিচক্ষন অতিথি তাৎক্ষনিক উত্তর দিলেন, 'কেন? উড়োজাহাজে করে এসেছি!' আয়োজক, 'না বলছিলাম, কিভাবে এখানে এসেছিলেন?' অতিথি, 'আমি সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সের জাহাজে এসেছি!' কোনভাবে তার কাঙ্খিত উত্তর জানতে না পেরে আয়োজক মরিয়া হয়ে পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি এখানে কিভাবে আছেন?' অত্যন্ত বিরক্ত অতিথি উত্তর দিলেন, 'কেন, আমি দুপায়ের উপর খাড়াইয়া আছি!' আয়োজক, 'না বলছিলাম কি- -' আয়োজকের মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে রাগতস্বরে অতিথি বললেন, 'আমার বিষয়ে আপনার এত আগ্রহ কেন? আপনি কি আমাকে আপনার সকল শ্যালকের মতন রিফুজী মনে করেন নাকি? আপনার সম্বন্ধির মত 'মাইয়া' ধইরা অষ্ট্রেলিয়ান পাসপোর্ট পাই নাই। দেখুন, আমি বিবাহিত, ঐ যে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে উনি আমার স্ত্রী, আপনার যদি অবিবাহিত কোন বোন বা আরেকটি মেয়ে থাকে তবে অন্য কোথাও চেষ্টা করুন।' 'র্নিলজ্জের কোন কিছু হারানোর ভয় নাই' প্রবাদটি মনে রেখে ঐ র্নিলজ্জ আয়োজক দ্রুত সেখান থেকে সটকে পড়ে অন্যদিকে আরেকজনের কুশলাদি জানতে এগিয়ে যায়।

প্রবাসে নৌবিহার, চড়ুইভাতি, পুর্নমিলন অনুষ্ঠান বা দাওয়াতের নামে এরকম 'ব্যক্তি বিশেষের ছিদ্রান্বেষন' অহরহ বাংলাদেশীদের মধ্যে হচ্ছে। আয়োজক বা একজন আমন্ত্রণকারী যখন রক্ষক থেকে ভক্ষকের রূপ ধারন করেন তখন বিষয়টি সত্যি দু:খজনক। আয়োজকরা ফেরি পারাপারের মত লোক গাদাগাদি করে না নিলে সেদিনের নৌবিহারটি হয়ত আরো আনন্দদায়ক হতো। একটা নির্দিষ্ট সময়ে যাত্রীরা গন্তব্যে পৌঁছার নিশ্চয়তা থাকে বলে কোন ফেরীতে ভীড় হলেও কেউ আপত্তি করেনা। কিন্তু যত লোক ধারন ক্ষমতা ঠিক গুনে গুনে ততলোক নিয়ে যদি 'নৌবিহার' নামে নদী ও খালে একটা ট্রলার নিয়ে চক্কর খাওয়া হয় সেটা ফেরী পারাপারেরই সামিল হয়। তার উপরে কৌতুহলী লোকের অনুসন্ধিৎসু প্রশ্ন ও গীবত যদি থাকে তবেতো সেদিন অতিথিদের বৃষৎসর্গ হবার অবস্থা হয়। নৌবিহার কি এবং কিভাবে তা আরামদায়ক করা যায় সেই বিষয়টি নৌকা বা ডিঙ্গিতে খাল পারাপার হওয়া বাংলাদেশীদের এখনো অজ্ঞাত বলে অনেকে মনে করেন।

অন্নের অন্বেষনে পরবাসী অভাগা বাংলাদেশীদের স্বপ্নের নৌবিহার তরণী। এ সাইজের তরীতেই প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ভেসে বেড়ানোর দুঃসাহস!

সম্প্রতি সিডনীস্থ বাংলাদেশী সংখ্যালঘুরা যারা তাদের গঠিত সংগঠনটিকে সংক্ষিপ্তভাবে এখন 'ফোরাম' নামে পরিচয় দিয়ে তাদের সংগঠনের আসল 'ছুরাত' গোপন করতে আপ্রান চেষ্টা করছেন। সেই 'ফোরাম'টিও 'প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে আনন্দভ্রমন' একটি নৌবিহারের আয়োজন করেছেন। আগামী মাসে সাগরের বুকে জাহাজ(!) নিয়ে নৌবিহারে যাবেন বলে তারাও শিঙা ফুঁকানো শুরু করেছেন।

প্রচারপত্রে তাদের দাবী কি আসলে ঠিক? প্রশান্ত মহাসগরের বুকে থাক দুরের কথা, তাদের ভাড়া করা ট্রলারটি সাগরের কুল ঘেঁষেও যাবে কিনা সন্দেহ। কারন সিডনী হারবার থেকে বের হয়ে 'সমুদ্রবিলাস' করার জন্যে সার্বিকভাবে আরামদায়ক ও নিরাপত্তামুলক যে জাহাজের দরকার তা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। দুমুঠো অন্নের অন্বেষনে দেশত্যাগী দুর্ভাগা বাংলাদেশীদের পক্ষে সেরকম একটি জাহাজ ভাড়া করে দলবেঁধে সাগরের বুকে 'নৌবিহার' করা আগামী কুড়ি বছরেও সম্ভব কিনা সন্দেহ আছে। তবে, 'প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে আনন্দভ্রমণ' সংখ্যালঘুরা এরকম চমকপ্রদ শ্লোগান দিয়ে কমিউনিটিকে প্রতারণার বাণীতে আকৃষ্ট করছে কেন? দেশপ্রেমী শ্রী অনাথ চন্দ্র রায় বলেছেন 'বাংলাদেশের এই সংখ্যালঘুরা মিথ্যার বেসাতী নিয়েই প্রবাসে বসত করছে, ওদের শেকড় এপাড়ে হলেও ডগা কিন্তু ওপাড়ে। এদের আয় অষ্ট্রেলিয়ায় অথচ সঞ্চয় ভারতে। সাবধান ১০০ হাতে দুরে থাকুন এই সংখ্যলঘুদের কাছ থেকে।'

সিডনীতে সবচেয়ে কম খরচে এবং বেশী সময় ধরে নৌবিহার করার একটি সহজ ও নিরাপদ উপায় উদ্ভাবন করেছেন বাংলাদেশের একজন উদারমনা সংখ্যালঘু শ্রী হরিনাথ তরফদার। তিনি বলেছেন ভোর ৬টা থেকে পরেরদিন ভোর ৪টা অবদি (২২ ঘন্টা) মাথাপিছু মাত্র ১৫.৪০ ডলারে সিডনীর বিশাল জলাশয় অঞ্চল র্নিঝঞ্জাটে সরকারী ফেরীগুলোতে দিব্যি অসংখ্যবার ঘুরে বেড়ানো যায়। সপ্তাহের যেকোন দিন কয়েকটি ড্রিঙ্কস ও ঘরে তৈরি দুবেলা'র কিছু খাওয়া একটি ব্যাগে পুরে সপরিবারে যেকেউ ২২ ঘন্টার এই 'ম্যারথন-নৌবিহার' উপভোগ করতে বেরিয়ে পড়তে পারেন। আয়োজককে অহেতুক সালাম বা 'কেমন হইছে, কেমন হইছে' প্রশ্নের উত্তরে ঘন ঘন তোষামদি করার বিড়ম্বনা অথবা অনুসন্ধিৎসু সহযাত্রীর ছিদ্রান্বেষনের আক্রমনে পড়ার কোন আতঙ্ক থাকেনা এ নৌবিহারে। পুরু ঠোঁটে লিপিষ্টিক মাখা আর বিভৎস কৃষ্ণদেহে ঢাকাই জামদানী চেপে আসা কোন ভাবীকে অহেতুক প্রতিযোগী হিসাবে দেখা যাবেনা এ সকল জাহাজে। এক আসনে বসে অন্য দুআসনে দিব্যি দুহাত ছড়িয়ে দিয়ে একই রুটে একই খরচায় যতবার ইচ্ছে ততবার চক্কর দিয়ে নৌবিহারের শখ মিটিয়ে নিতে পারেন যে কেউ। জনসংখ্যার অনুপাতে অষ্ট্রেলিয়ার ভুমন্ডল গড়ের মাঠের মত যেমন খাঁ খাঁ করছে ঠিক তেমনি দেখা গেছে বিশালদেহী এ সকল জাহাজগুলোর ৬০% আসন প্রায় শুন্য পড়ে হা-হা করছে। বিবাদহীন অথচ আরামদায়ক এই নৌবিহারে যেতে হলে এখানে টোকা মারুন।

সিডনীর ম্যারাথন নৌবিহার

কর্নফুলীর একটি রম্যরচনা